তারিখ 12 MAY 2015
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৩

যুগান্তর

মিটফোর্ডের চিকিৎসককে বন্দি রেখে নির্যাতন ছাত্রলীগের

যুগান্তর রিপোর্ট

ডাক্তার হারুন উর রশীদ। যোগ দিয়েছেন স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ ও মিটফোর্ড হাসপাতালের আবাসিক চিকিৎসক হিসেবে। ২৮তম ব্যাচের হারুন এক সময় মিটফোর্ড মেডিকেল শাখা ছাত্রলীগের যুগ্ম আহ্বায়ক ছিলেন কিন্তু কলেজ শাখা ছাত্রলীগের অনুমতি ছাড়া সোমবার চাকরিতে যোগ দেয়ায় তাকে ৮ ঘণ্টা একটি কক্ষে আটকে রেখে নির্যাতন করা হয়েছে।

ডাক্তার হারুনের দাবি, ছাত্রলীগের অনুমতি ?ছাড়া কাজে যোগ দেয়ায় কলেজ শাখার সভাপতি আসাদ আদনান উপল তাকে ভয়ভীতিও দেখান। সকাল থেকে ৮ ঘণ্টা আটকে রাখার পর রাত ৮টার দিকে বন্দিদশা থেকে শর্তসাপেক্ষে মুক্তি দেয়া হয়। শর্ত হচ্ছে— তিনদিনের মধ্যে এ কলেজ ত্যাগ করতে হবে। তা না হলে প্রাণে মেরে ফেলা হবে।

মুক্তির পর রাত সোয়া ৯টার দিকে ডা. হারুন উর রশীদ ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে সাংবাদিকদের অভিযোগ করেন। সোমবার ছিল হাসপাতালে তার প্রথম কর্মদিবস। সকাল ১০টার দিকে হাসপাতালের বহির্বিভাগের ১০১ নম্বর কক্ষে দায়িত্ব পালনের সময় ছাত্রলীগ নেতা উপল ও কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের সহসম্পাদক শাওন দাসসহ ১০ থেকে ১২ জন তাকে টেনেহিঁচড়ে ইন্টার্ন হোস্টেলে নিয়ে যায়। সেখানে নিচতলার একটি কক্ষে আটকে রেখে প্রায় ৮ ঘণ্টা বন্দি রেখে নির্যাতন করা হয়। রাত ৮টার দিকে হাসপাতাল ত্যাগ করার শর্তে তাকে কক্ষ থেকে বের করে হোস্টেলের বাইরে ফেলে দেয়। পরে সহকর্মীরা তাকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে নিয়ে যান।

বন্দি রেখে নির্যাতনের কারণ জানতে চাইলে ডা. হারুন বলেন, আগে বেশ কয়েকবার মোটা দাগের টাকা দাবি করে উপল ও শাওন। এ টাকা না দিয়ে কাজে যোগ দেয়ায় তাকে এ নির্যাতনের শিকার হতে হয়। তিনি অভিযোগ করেন, নির্যাতনের সময় উপল বলে, 'কার কাছে অনুমতি নিয়ে কাজে যোগ দিয়েছিস'। এ বিষয়ে জানতে চাইলে কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক সিদ্দিকী নাজমুল বলেন, এ ধরনের অভিযোগ আসলে অবশ্যই ব্যবস্থা নেয়া হবে।